

# স্ফটিকা

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

ਅਨੰਤ

ਵਰਿਯਾਨਵਾਲਾ

## শিরোনামসূচী

|                  |            |
|------------------|------------|
| <u>উৎসর্গ</u>    | <u>১৩</u>  |
| <u>অকালে</u>     | <u>১৩৫</u> |
| <u>অচেনা</u>     | <u>৪৫</u>  |
| <u>অতিথি</u>     | <u>১২৫</u> |
| <u>অতিবাদ</u>    | <u>৩১</u>  |
| <u>অনবসর</u>     | <u>২৮</u>  |
| <u>অন্তরতম</u>   | <u>২০২</u> |
| <u>অপটু</u>      | <u>৫৫</u>  |
| <u>অবিনয়</u>    | <u>১৫০</u> |
| <u>অসাবধান</u>   | <u>১১০</u> |
| <u>আবির্ভাব</u>  | <u>১৯৪</u> |
| <u>আষাঢ়</u>     | <u>১৩৭</u> |
| <u>উৎসৃষ্ট</u>   | <u>৫৭</u>  |
| <u>উদাসীন</u>    | <u>১৭০</u> |
| <u>উদ্‌বোধন</u>  | <u>১৫</u>  |
| <u>এক গাঁয়ে</u> | <u>১২০</u> |
| <u>একটিমাত্র</u> | <u>১০৫</u> |
| <u>কবি</u>       | <u>৯৪</u>  |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <u>কবির বয়স</u>   | <u>৫০</u>  |
| <u>কর্মফল</u>      | <u>৯১</u>  |
| <u>কল্যাণী</u>     | <u>১৯৮</u> |
| <u>কূলে</u>        | <u>১১৬</u> |
| <u>কৃতার্থ</u>     | <u>১৬৪</u> |
| <u>কৃষ্ণকলি</u>    | <u>১৫৩</u> |
| <u>ক্ষণেক দেখা</u> | <u>১৩৩</u> |
| <u>ক্ষতিপূরণ</u>   | <u>৬৮</u>  |
| <u>খেলা</u>        | <u>১৬২</u> |
| <u>চিরায়মানা</u>  | <u>১৯১</u> |
| <u>জন্মান্তর</u>   | <u>৮৭</u>  |
| <u>তথাপি</u>       | <u>৪৮</u>  |
| <u>দুই তীরে</u>    | <u>১২২</u> |
| <u>দুই বোন</u>     | <u>১৪০</u> |
| <u>দুর্দিন</u>     | <u>১৪৭</u> |
| <u>নববর্ষা</u>     | <u>১৪৩</u> |
| <u>নষ্ট স্বপ্ন</u> | <u>১০৪</u> |
| <u>পথে</u>         | <u>৮৪</u>  |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <u>পরামর্শ</u>                | <u>৬৪</u>  |
| <u>প্রতিজ্ঞা</u>              | <u>৮২</u>  |
| <u>বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ</u> | <u>৯৮</u>  |
| <u>বিদায়</u>                 | <u>৫৩</u>  |
| <u>বিদায়রীতি</u>             | <u>১০২</u> |
| <u>বিরহ</u>                   | <u>১৩০</u> |
| <u>বিলম্বিত</u>               | <u>১৮৫</u> |
| <u>বোঝাপড়া</u>               | <u>৪১</u>  |
| <u>ভাষাসনা</u>                | <u>১৫৬</u> |
| <u>ভীরুতা</u>                 | <u>৬০</u>  |
| <u>মাতাল</u>                  | <u>২০</u>  |
| <u>মেঘমুক্ত</u>               | <u>১৮৮</u> |
| <u>যথাসময়</u>                | <u>১৮</u>  |
| <u>যথাস্থান</u>               | <u>৩৬</u>  |
| <u>যাত্রী</u>                 | <u>১১৮</u> |
| <u>য়ুগল</u>                  | <u>২৩</u>  |
| <u>যৌবনবিদায়</u>             | <u>১৭৪</u> |
| <u>শাস্ত্র</u>                | <u>২৫</u>  |
| <u>শেষ</u>                    | <u>১৮১</u> |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <u>শেষ হিসাব</u>        | <u>১৭৮</u> |
| <u>সমাপ্তি</u>          | <u>২০৫</u> |
| <u>সম্বরণ</u>           | <u>১২৮</u> |
| <u>সুখদুঃখ</u>          | <u>১৬০</u> |
| <u>সেকাল</u>            | <u>৭২</u>  |
| <u>সোজাসুজি</u>         | <u>১০৭</u> |
| <u>স্থায়ী-অস্থায়ী</u> | <u>১৬৮</u> |
| <u>স্বপ্নশেষ</u>        | <u>১১৩</u> |

---

#### প্রথম ছত্রের সূচী

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| অধিক কিছু নেই গো কিছু নেই     | <u>১১৩</u> |
| অনেক হল দেরি                  | <u>১৮৫</u> |
| আছে, আছে স্থান                | <u>১১৮</u> |
| আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে | <u>১২৮</u> |
| আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়         | <u>৩১</u>  |
| আমরা দুজন একটি গায়ে থাকি     | <u>১২০</u> |
| আমাদের এই নদীর কূলে           | <u>১১৬</u> |
| আমার যদি মনটি দেবে            | <u>১১০</u> |
| আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি      | <u>৮৭</u>  |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| আমি ভালোবাসি আমার             | <u>১২২</u> |
| আমি যদি জন্ম নিতাম            | <u>৭২</u>  |
| আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ | <u>২০২</u> |
| আমি যে বেশ সুখে আছি           | <u>৯৪</u>  |
| আমি হব না তাপস, হব না, হব না  | <u>৮২</u>  |
| এখনো ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা     | <u>১৬৪</u> |
| এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ        | <u>১৪৭</u> |
| ওই শোনো গো অতিথি বুঝি আজ      | <u>১২৫</u> |
| ওগো যৌবনতরী                   | <u>১৭৪</u> |
| ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল      | <u>৫০</u>  |
| ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে  | <u>২০</u>  |
| কালকে রাতে মেঘের গরজনে        | <u>১০৪</u> |
| কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি        | <u>১৫৩</u> |
| কেউ যে পারে চিনি নাকো         | <u>৪৫</u>  |
| কোন্ বাগিজেয় নিবাস তোমার     | <u>৯৮</u>  |
| কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস      | <u>৩৬</u>  |
| ক্ষণিকারে দেখেছিলে            | <u>১৩</u>  |
| গভীর সুরে গভীর কথা            | <u>৬০</u>  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| গাঁয়ের পথে চলেছিলাম        | <u>৮৪</u>  |
| গিরিনদী বালির মধ্যে         | <u>১০৫</u> |
| চলেছিলে পাড়ার পথে          | <u>১৩৩</u> |
| ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা        | <u>২৮</u>  |
| ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ      | <u>২৩</u>  |
| তুমি যখন চলে গেলে           | <u>১৩০</u> |
| তুমি যদি আমায় ভালো না বাস  | <u>৪৮</u>  |
| তুলেছিলাম কুসুম তোমার       | <u>১৬৮</u> |
| তোমরা নিশি যাপন করো         | <u>৫৩</u>  |
| তোমার তরে সবাই মোরে         | <u>৬৮</u>  |
| থাকব না ভাই, থাকব না কেউ    | <u>১৮১</u> |
| দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন | <u>১৪০</u> |
| নীল নবঘণ্টে আষাঢ়গগনে       | <u>১৩৭</u> |
| পঞ্চাশোধেঁ বনে যাবে         | <u>২৫</u>  |
| পথে যতদিন ছিনু ততদিন        | <u>২০৫</u> |
| পরজন্ম সত্য হলে             | <u>৯১</u>  |
| বসেছে আজ রথের তলায়         | <u>১৬০</u> |
| বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে     | <u>১৯৪</u> |
| বিরল তোমার ভবনখানি          | <u>১৯৮</u> |



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে       | <u>১৮</u>  |
| ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস          | <u>১৩৫</u> |
| ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে       | <u>১৮৮</u> |
| মনে পড়ে সেই আঁষাঢ়ে ছেলেবেলা | <u>১৬২</u> |
| মনেরে আজ কহ যে                | <u>৪১</u>  |
| মিথ্যা আমার কেন শরম দিলে      | <u>১৫৬</u> |
| মিথ্যে তুমি গাঁথলে মালা       | <u>৫৭</u>  |
| যতবার আজ গাঁথনু মালা          | <u>৫৫</u>  |
| যেমন আছ তেমনি এসো             | <u>১৯১</u> |
| শুধু অকারণ পুলকে              | <u>১৫</u>  |
| সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার         | <u>১৭৮</u> |
| সূর্য গেল অন্তপারে            | <u>৬৪</u>  |
| হয় গো রানী, বিদায়বাণী       | <u>১০২</u> |
| হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি      | <u>১৭০</u> |
| হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে      | <u>১৪৩</u> |
| হৃদয়-পানে হৃদয় টানে         | <u>১০৭</u> |
| হে নিরুপমা                    | <u>১৫০</u> |

# উৎসর্গ

শ্ৰীযুক্ত লোকেন্দৰনাথ পালিত

# সুহৃৎমের প্রতি

ক্ষণিকারে দেখেছিলে  
 ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,  
 সাজিয়ে তারে এনে দিলেম  
 ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।  
 আশা করি- নিদেন পক্ষে  
 ছ'টা মাস কি এক বছরই  
 হবে তোমার বিজন বাসে  
 সিগারেটের সহচরী।  
 কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে  
 স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে,  
 কতকটা কি অগ্নিকণায়  
 ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে।  
 কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে  
 আপনি খসে পড়বে ধুলোয়,  
 তার পরে সে ঝোঁটিয়ে নিয়ে  
 বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয় ॥

শ্রীৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## অকালে

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস  
পসরা লয়ে।  
সন্ধ্যা হল, ওই-যে বেলা  
গেল রে বয়ে।  
যে-যার বোঝা মাথার 'পরে  
ফিরে এল আপন ঘরে,  
একাদশীর খণ্ড শশী  
উঠল পল্লীশিরে।  
পারের গ্রামে যারা থাকে  
উচ্চকণ্ঠে নৌকা ডাকে,  
হাহা করে প্রতিধ্বনি  
নদীর তীরে তীরে।  
কিসের আশে উর্ধ্বশ্বাসে  
এমন সময়ে  
ভাঙা হাটে তুই ছুটেছিস  
পসরা লয়ে॥

সুপ্তি দিল বনের শিরে  
হস্ত বুলায়ে,  
কা কা ধ্বনি থেমে গেল  
কাকের কুলায়ে।  
বেড়ার ধারে পুকুরপাড়ে  
ঝিল্লি ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে,  
বাতাস ধীরে পড়ে এল,  
স্তব্ধ বাঁশের শাখা।  
হেরো ঘরের আঙিনাতে  
শ্রান্তজনে শয়ন পাতে,  
সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোক ঢালে  
বিরাম-সুখা-মাথা।  
সকল চেষ্টা শান্ত যখন  
এমন সময়ে  
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস  
পসরা লয়ে॥

## অচেনা

কেউ যে কারে চিনি নাকো  
সেটা মস্ত বাঁচন।  
তা না হলে নাচিয়ে দিত  
বিষম তুর্কিনাচন।  
বুকের মধ্যে মনটা থাকে,  
মনের মধ্যে চিন্তা-  
সেইখানেতেই নিজের ডিমে  
সদাই তিনি দিন্ তা।  
বাইরে যা পাই সমজে নেব  
তারি আইন-কানুন,  
অন্তরেতে যা আছে তা  
অন্তর্যামীই জানুন।

চাই নে রে, মন চাই নে।  
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই  
ভয়ে হাসি আর যে কথাটাই,  
যে কলা আর যে ছলনাই,  
তাই নে রে মন, তাই নে॥

বাইরে থাকুক মধুর মূর্তি,  
সুধামুখের হাস্য,  
তরল চোখের সরল দৃষ্টি  
কররনা তার ভাষ্য।

বাহ্ যদি তেমন করে  
জড়ায় বাহুবন্ধ  
আমি দুটি চক্ষু মুদে  
রইব হয়ে অন্ধ-  
কে যাবে, ভাই, মনের মধ্যে  
মনের কথা ধরতে।  
কীটের খোঁজে কে দেবে হাত  
কেউটে সাপের গর্তে।

চাই নে রে, মন চাই নে।  
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই  
যে হাসি আর যে কথাটাই,  
যে কলা আর যে ছলনাই,  
তাই নে রে মন, তাই নে॥

মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাকো,  
মন ব'লে যা পায় রে  
কোনো জন্মে মন সেটা নয়  
জানে না কেউ হয় রে।

ওটা কেবল কথার কথা  
মন কি কেহ চিনিস?  
আছে কারো আপন হাতে  
মন ব'লে এক জিনিস?  
চলেন তিনি গোপন চালে,  
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।  
কেই-বা তাঁরে দিচ্ছে এবং  
কেই-বা তাঁরে নিচ্ছে।

চাই নে রে, মন চাই নে।  
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই  
যে হাসি আর যে কথাটাই,  
যে কলা আর যে ছলনাই,  
তাই নে রে মন, তাই নে॥

## অতিথি

ওই শোনো গো অতিথি বুঝি আজ,  
এল আজ।  
ওগো বধু, রাখো তোমার কাজ,  
রাখো কাজ।  
শুনছ না কি তোমার গৃহদ্বারে  
ঝিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,  
এমন ভরা সাঁঝ!  
পায়ে পায়ে বাজিয়ে নাকো মল,  
ছুটো নাকো চরণ চঞ্চল,  
হঠাৎ পাবে লাজ।  
ওই শোনো গো অতিথি এল আজ,  
এল আজ।  
ওগো বধু, রাখো তোমার কাজ,  
রাখো কাজ॥

নয় গো কড়ু বাতাস এ নয় নয়,  
কড়ু নয়।  
ওগো বধু, মিছে কিসের ভয়,  
মিছে ভয়।

আঁধার কিছু নাইকো আঙিনাতে,  
আজকে দেখো ফাগুন-পূর্ণিমাতে  
আকাশ আলোময়।  
নাহয় তুমি মাথার ঘোমটা টানি  
হাতে নিয়ে ঘরের প্রদীপখানি  
যদি শঙ্কা হয়।  
নয় গো কড়ু বাতাস এ নয় নয়,  
কড়ু নয়।  
ওগো বধু, মিছে কিসের ভয়,  
মিছে ভয়॥

নাহয় কথা কোয়ো না তার সনে,  
পাণ্ডু-সনে।  
দাঁড়িয়ে তুমি থেকে একটি কোণে,  
দুয়ার-কোণে।